দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

রংপুর মেডিক্যাল কলেজে র‍্যাগিং

১৬ ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

রংপুর প্রতিনিধি ●

রংপুর মেডিক্যাল কলেজে (রমেক) র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় ১৬ ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রীনিবাসের দুই শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকারের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের গঠন করা তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে রিপোর্ট জমা দেয় মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষের কাছে। এর পর গতকাল মেডিক্যাল কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহবান করা হয়। সভায় ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১৬ জন ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে কলেজের ৩ ছাত্রী ৩ টার্মের জন্য মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় অযোগ্য বা পরীক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের হলের সিটও বাতিল করা হয়। আরও ৩ ছাত্রী ২ টার্ম পরীক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের হল সিটও বাতিল করা হয়। ৮ জন ছাত্রী ১ টার্মের জন্য পরীক্ষা দিতে পারবে না এবং ২ জন ছাত্রীকে এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় ধিক্কার ও সতর্ক করে দেওয়া হয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায়। সভায় কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, হল তত্ত্বাবধায়সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যাপারে রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও তদন্ত কমিটির সদস্য ডা. নুরুন্নবী লাইজু জানান, একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আলোকে ১৬ ছাত্রীর বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, অভিযুক্তদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষে ছাত্রী আনিকা রাজ ছাত্রীনিবাসের ২৫ নম্বর কক্ষে ও একই বর্ষের রুনা ২৬ নম্বর কক্ষে থাকেন। ২৯ আগস্ট সোমবার রাতে একই ছাত্রীনিবাসের ৭ জনসহ তাদের সঙ্গী অন্যান্য ছাত্রীরা মিলে ছাত্রী অনিকা রাজ ও রুনার কক্ষে প্রবেশ করে তারা নিজেদের ছাত্রলীগের পরিচয় দিয়ে ওই দুই ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে এবং তাদের রাতভর দাঁড় করিয়েও রাখে। এ সময় তারা দুই কক্ষের বিছানাপত্র, মোবাইল, ইলেকট্রিক যন্ত্র, বইসহ সব কক্ষের আসবাবপত্র তছনছ করে। পরে নির্যাতিত ছাত্রীরা রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়। চিকিৎসা শেষে ওই দুই ছাত্রী অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করে এবং নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবি জানায়। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গ্যাস্ট্রোএনটোরোলজি বিভাগের শিক্ষক নুরুল ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কমিটি তদন্ত শেষে সোমবার তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে অধ্যক্ষের কাছে।